নং- ১৮.১৫.০০০০.০২০.১৮.০১৪.২১-১১৭
তারিখ : ০১ মার্চ, ২০২৩

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ
Bangladesh Land Port Authority
স্থলবন্দর ভবন, এফ-১৯/এ, শেরেবাংলা নগর,
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
www.bsbk.gov.bd

আদেশ

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ এনামুল হক মোল্লা বেনাপোল স্থলবন্দরে ট্রাফিক পরিদর্শক পদে কর্মরত আছেন;

যেহেতু, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ১৯-১২-২০১৯ খ্রিঃ তারিখের ১৮.১৫০.০১৯.২০.০০.০০২.২০১২-১২৬২ নং স্মারকে তাকে বেনাপোল বন্দরের ট্রান্সশিপমেন্ট ইয়ার্ড-৩১ হতে শেড নং-৩৯ এ পদায়ন করা হয়। পদায়নকৃত কর্মস্থলে যোগদান না করায় বেনাপোল স্থলবন্দরের ৩১-০৮-২০২০ খ্রিঃ তারিখের ১৮.১৫.৪১৯০.০২৫.০০.০৩৪(১).১৯-৩১৫ নং স্মারকে তাকে ০১-০৯-২০২০ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে পদায়নকৃত কর্মস্থল ৩৯ নং শেডে যোগদানের নির্দেশ প্রদান করা হয়, অন্যথায় ০১-০৯-২০২০ খ্রিঃ তারিখ অপরাহ্নে অবমুক্ত বলে গণ্য হবেন মর্মেও উক্ত আদেশে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু জনাব মোহাম্মদ এনামুল হক মোল্লা, ট্রাফিক পরিদর্শক পদায়িত কর্মস্থলে যোগদান করেননি, উপরন্তু ০১-০৯-২০২০ তারিখ হতে অননুমোদিতভাবে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন;

যেহেতু, তিনি বেনাপোল স্থলবন্দরের শেড নং-৩৯ এ যোগদান করেননি এবং কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থাকেন, সেহেতু এ কর্তৃপক্ষের ২৭-০৯-২০২০ তারিখের ৬৯৫ নং স্মারকে এবং ২০-১০-২০২০ তারিখের ৮২৪ নং স্মারকে তার বিরুদ্ধে কারণ দর্শানো নোটিশ জারি করা করা হয়। কিন্তু তিনি উক্ত নোটিশের কোন জবাব প্রদান করেননি;

যেহেতু, 'দৈনিক নওয়াপাড়া' পত্রিকায় গত ২৪-০৮-২০২০ তারিখে "বেনাপোলে ট্রাফিক পরিদর্শক এনামুলের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ" শীর্ষক সংবাদ প্রকাশিত হয় এবং প্রকাশিত সংবাদের বিষয়ে প্রাথমিক তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য বেনাপোল স্থলবন্দরের পরিচালক (ট্রাফিক) অ:দা: জনাব আবদুল জলিল-কে এ কর্তৃপক্ষের ১৭-০৯-২০২০ তারিখে ১৮.১৫.০০০০.০২০.১৮.০৩১.১৫-৬৭১ নং স্মারকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তে প্রতিবেদনে জনাব মোঃ মামুন কবীর তরফদার, উপ-পরিচালক (ট্রাফিক)-কে তিনি গালাগালি ও ভীতি প্রদর্শন করে শৃংখলা ভঙ্গ ও অসদাচরণ করেছেন এবং গত ০১-০৯-২০২০ তারিখ হতে অদ্যাবধি বেনাপোল স্থলবন্দরে অননুমোদিত অনুপস্থিত রয়েছেন মর্মে মতামত প্রদান করা হয়;

যেহেতু, উক্তরূপ কার্যকলাপের কারণে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৪ এর প্রবিধি ৪০ এর (খ) ও (গ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ০২ মার্চ, ২০২১ তারিখের ১৮.১৫.০০০০.০২০.১৮.০৩১.১৫.১৮৪ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং-০১/২০২১) সূচিত হয় এবং পরবর্তীতে তার বিষয়ে সার্বিক পর্যালোচনায় তাকে ১১-০৩-২০২১ তারিখে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়;

যেহেতু, উক্ত বিভাগীয় মামলায় অভিযোগনামার জবাব দাখিল না করায় বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৪ এর প্রবিধি ৪৪ (৩) অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে তদন্তক্রমে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য ০৫ মে, ২০২১ তারিখের ১৮.১৫.০০০০.০২০.১৮.০১৪.২১.২৮০ নং স্মারকে এ কর্তৃপক্ষের উপ-পরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ রেজাউল করিম-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে তার বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী ও তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনাপূর্বক তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০০৪ এর প্রবিধি ৪০ এর (খ) ও (গ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' অভিযোগে একই প্রবিধানমালার প্রবিধি ৪১ এর (১)(খ)(ই) মোতাবেক তাকে চাকুরি হতে অপসারণ করার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে উক্ত দন্ড কেন আরোপ করা হবে না এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের ৩১-১০-২০২২ খ্রিঃ তারিখের ১৮.১৫.০০০০.০২০.১৮.০১৪.২১.৫০৮ নং স্মারকে ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে ২য় কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেয়া হয় এবং ১৪-১১-২০২২ খ্রিঃ তারিখে তিনি জবাব দাখিল করেন এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে ২৯-১২-২০২২ তারিখ তার শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মচারীর ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের লিখিত জবাব, বিভাগীয় মামলার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র/দলিলাদি এবং তদন্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন এবং উপরোক্ত অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রদত্ত দন্ড পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণপূর্বক জনাব মোহাম্মদ এনামুল হক মোল্লা, ট্রাফিক পরিদর্শক এর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০০৪ এর প্রবিধি ৪০ এর (খ) ও (গ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সার্বিক বিবেচনায় একই প্রবিধানমালার প্রবিধি ৪১(১)(খ)(ই) মোতাবেক চাকুরি হতে অপসারণ করার দন্ড প্রদানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

সেহেতু এক্ষণে, অভিযুক্ত কর্মচারী জনাব মোহাম্মদ এনামুল হক মোল্লা, ট্রাফিক পরিদর্শক-কে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মচারী চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০০৪ এর প্রবিধি ৪১ এর (১)(খ)(ই) মোতাবেক চাকুরি হতে অপসারণ করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

স্বাক্ষরিত/-
০১/০৩/২০২৩
মোঃ আলমগীর
চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)
ফোন : ০২-৪১০২৫৩০০
E-mail: chairman@bsbk.gov.bd

স্মারক নং- ১৮.১৫.০০০০.০২০.১৮.০১৪.২১-১১৭ তারিখ: ০১-০৩-২০২৩ খ্রিঃ

অনুলিপি (জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে):

১। সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। সদস্য (উন্নয়ন/ ট্রাফিক/অর্থ ও প্রশাসন), বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
৩। পরিচালক (হিসাব/ ট্রাফিক/অডিট), বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
৪। পরিচালক (ট্রাফিক), বেনাপোল স্থলবন্দর, বেনাপোল, যশোর।
৫। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
৬। সচিব, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
৭। উপ-পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, ঢাকা
(তাঁকে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর ব্যক্তিগত নথি/চাকরী বহিতে উল্লিখিত শাস্তির বিষয়টি সংরক্ষণ/লিপিবদ্ধ নিশ্চিতকরার অনুরোধসহ)।
৮। উপ-পরিচালক (ট্রাফিক), ভোমরা স্থলবন্দর, সাতক্ষীরা
৯। উপ-পরিচালক (প্রশাসন), তামাবিল স্থলবন্দর, সিলেট
১০। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, ঢাকা
[চেয়ারম্যান (গ্রেড-১)] মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য]
১১। সহকারী পরিচালক (ট্রাফিক), সোনাহাট স্থলবন্দর, কুড়িগ্রাম /বুড়িমারী স্থলবন্দর, লালমনিরহাট/ নাকুগাঁও স্থলবন্দর, শেরপুর/ আখাউড়া স্থলবন্দর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া/ গোবরাকুড়া-কড়ইতলী স্থলবন্দর, ময়মনসিংহ/বিলোনিয়া স্থলবন্দর, ফেনী/রামগড় স্থলবন্দর, খাগড়াছড়ি/হিলি স্থলবন্দর, দিনাজপুর /বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর, তেঁতুলিয়া, পঞ্চগড় /বিবিরবাজার স্থলবন্দর, কুমিল্লা/টেকনাফ স্থলবন্দর, কক্সবাজার/সোনামসজিদ স্থলবন্দর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
১২। সহকারী প্রোগ্রামার, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ, ঢাকা
(আদেশটি বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের Website এ প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)
১৩। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, বেনাপোল স্থলবন্দর, বেনাপোল, যশোর।
১৪। জনাব মোহাম্মদ এনামুল হক মোল্লা, ট্রাফিক পরিদর্শক, বেনাপোল স্থলবন্দর, বেনাপোল, যশোর।

০১.৩.২৩
(ডি এম আতিকুর রহমান)
পরিচালক (প্রশাসন)